সংযুক্তি ঃ ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশনের কার্যালয়
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন
ঢাকা-১০০০।

অধঃস্তন আদালতে মোকদ্দমার দ্রুত বিচার নিস্পন্ন নিশ্চিত করণার্থ জরুরী ভিত্তিতে করণীয় বিষয়ে প্রণীত প্রতিবেদন।

যে কোন ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থাটি পরিচালনার সংগে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের গুনাবলী অর্থাৎ দক্ষতা, সততা ও সদিচ্ছা অনেকাংশে ভুমিকা রাখিয়া থাকে। কিন্তু মানবিক মুল্যবোধের অবক্ষয়ের এই যুগে কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা ও সততার উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যবস্থাকেই কার্যকরী রাখার আশা করা যায় না। সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গুনাবলীর উপর নহে, প্রধান নির্ভরতা থাকিতে হইবে পদ্ধতিগত নির্ভুলতা ও জবাবদিহিতার উপর। পদ্ধতি এমন বৈজ্ঞানিক ও স্বয়ংসম্পূর্ন হইতে হইবে যেন কোন বিশেষ পক্ষ বা ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেও ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নস্যাৎ করিতে না পারেন । তেমনি পদ্ধতির কার্যকারিতা তদারকির জন্য থাকিতে হইবে একটি কার্য্যকর তদারকী সংস্থা।

২। আমাদের বিচার ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রধান নির্ভরতা ব্যক্তি বা পক্ষের স্বদিচ্ছা ও সততার উপর। আমাদের পদ্ধতিগত আইনে সময়সীমা নির্দিষ্টকরণ করা হয় নাই। মোকদ্দমার পর্যায়ক্রমিকতার সংস্থান আইনে থাকিলেও উহা রক্ষার কোন বাধ্যবাধকতা আইনে নাই। পদ্ধতিগত বিষয়ে বিচারকদের ইচ্ছামূলক ক্ষমতা যেমন অসীম, তেমনি কোন এক পক্ষের অসহযোগিতা বিচারকার্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলম্বিত করিতে পারে। আমাদের মূখ্য করণীয় হইবে নির্ভরতার ক্ষেত্র পরিবর্তন। ব্যক্তির পরিবর্তে পদ্ধতির উপর নির্ভরতা সৃষ্টি করা এবং পদ্ধতিগত বিষয়ে বিচারকের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাকে বিধির অধীনে সীমিত করা। মোকদ্দমার প্রতিটি পর্যায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং ব্যর্থতার পরিণতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া মোকদ্দমার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষকে আদালতের অসীম ইচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট বিধির অধীনস্ত করা। বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রধানতম ত্রুটি। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমার বিচার নিস্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে সুবিচার একটি অলীক বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা একদিকে যেমন বিচারকে ব্যয়বহুল করে অন্যদিকে তেমনি সময়ক্ষেপনের কারণে বিরোধীয় বিষয়বস্তুর মৌলিক পরিবর্তন ও সাক্ষ্য-প্রমানাদির অভাব সুবিচার অসম্ভব অথবা অর্থহীন করিয়া তোলে এবং দূর্নীতি প্রশ্রয় পায়। দীর্ঘসূত্রীতার জন্য বিচার ব্যবস্থার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আস্থাহীনতার সৃষ্টি হইতেছে। বিদেশী বিনিয়োগ ও দারুনভাবে ব্যাহত হইতেছে। দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ ব্যতীত বিচার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থবহ ও আস্থাবান করিবার অন্য কোন উপায় নেই।

৩। বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতার কারণ উদঘাটনে ও দ্রুত ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে ইতিপূর্বে এদেশে একাধিক উদ্যোগ গৃহিত হইয়াছে, প্রণীত হইয়াছে অনেক সারগর্ভ সুপারিশমালা। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হইল কোন উদ্যোগেই শেষাবধি সফল হয় নাই ,আন্তরিক বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার অভাবে। যদি বাস্তবায়নের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকিলে এ ধরনের সুপারিশমালা প্রণয়ন হইবে কেবলই সরকারী সময় ও অর্থের বিলাসী অপচয়। এ মুহূর্তে তাই ত্বরিত বাস্তবায়নের দৃঢ় সিদ্ধান্তই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৪। <u>বিচার বিলম্বের মুল কারণসমূহঃ</u>

<u>বিচার বিলম্বের কারণ সমুহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-</u>

(১) আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমার আধিক্য,
(২) বিশেষায়িত আদালত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি,
(৩) পদ্ধতিগত আইনের দুর্বলতা,
(৪) বিচারকের কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব,
(৫) বিচার ব্যবস্থার কার্যকর তদারকীর অভাব,
(৬) আইনজীবিদের আন্তরিক সহযোগিতার অভাব,
(৭) দেওয়ানী মোকদ্দমায় সমনজারীর জটিলতা এবং মোকদ্দমার যে কোন পর্যায়ে আরজি সংশোধন, অতিরিক্ত জবাব দাখিলসহ বিভিন্ন প্রকারের interlocutory matter introduce করিবার শর্তহীন সুযোগ,
(৮) ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন এর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব,
(৯) স্থায়ী পেশাদার, দক্ষ ও সার্বক্ষণিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের অনুপস্থিতি,
(১০) বিচারকদের পর্যাপ্ত Logistices এর অভাব।

৫। আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমার আধিক্য এবং বিশেষায়িত আদালত ব্যবস্থাঃ-

আমাদের আদালত সমূহে বিচারক ও বিচারাধীন মোকদ্দমার শ্রেণী ও সংখ্যার মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই। কোন আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যা বিস্ময়কর রকমের বেশী। আবার কোন আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যা নগন্য। একইভাবে একটি মাত্র আদালতে বিভিন্ন শ্রেণীর মোকদ্দমার বিচার হইতেছে একই সঙ্গে। বর্তমানে একটি সহকারী জজ বা সাবজজ আদালতে একইসঙ্গে যথাক্রমে ভূমি বিরোধ, পারিবারিক বিরোধ, বাণিজ্যিক বিরোধ, অর্থঋণ ও চুক্তিপ্রবল জনিত বিরোধ ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার-কার্য পরিচালিত হয়।

৬। বর্তমান যুগ বিশেষায়িত জ্ঞানের যুগ। বিচারাধীন মোকদ্দমার চরিত্র ও শ্রেণী অনুসারে পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইলে একদিকে যেমন মোকদ্দমা নিস্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ,তেমনি অন্যদিকে বিচার কার্যের গুণগত মনোন্নয়ন ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে। মেট্রোপলিটন এলাকার আদালত সমূহে মোকদ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। প্রত্যেকটি সাবজজ আদালতে হাজার হাজার মোকদ্দমা বছরের পর বছর বিচারের অপেক্ষায় স্তূপীকৃত হইয়া আছে। সে কারণে প্রাথমিকভাবে মেট্রোপলিটন এলাকায় সাবজজ ও অতিরিক্ত জেলাজজ পর্যায়ের আদালতের ক্ষেত্রে এই বিশেষায়িত আদালত ব্যবস্হা চালু করা যায়। অর্থঋণ আদালত, বাণিজ্যিক আদালত, দেওয়ানী আদালত ও অতিরিক্ত ও সহকারী দায়রা জজ আদালতে কেবলমাত্র ঐ সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারকরণের ক্ষমতা দিতে হইবে। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধন পুর্বক কেবলমাত্র সহকারী দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রাজজ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাবজজ ও অতিরিক্ত জেলাজজ কেবলমাত্র দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার কার্য পরিচালনা করিবেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ক্ষমতার এই পৃথকীকরণ দ্রুত বিচার নিস্পন্নে সহায়ক হইবে।

৭। বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যার ভিত্তিতে আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবলমাত্র আঞ্চলিক এলাকার ভিত্তিতে নয়। আদালতের বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা এমন পর্যায়ে সীমিত রাখিতে হইবে যেন বিচারকের পক্ষে প্রত্যেকটি মোকদ্দমার অগ্রগতির বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তদারক করা সম্ভব হয়। এই সংখ্যা ১০০০ (একহাজার) এর মধ্যে সীমিত রাখিতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন অনুসারে মেট্রোপলিটন এলাকায় স্তূপীকৃত বকেয়া মোকদ্দমা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য নগণ্য সংখ্যক মোকদ্দমা সম্পন্ন এলাকার জজশীপ হইতে সাময়িকভাবে সাবজজ ও অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ের আদালত মেট্রোপলিটন এলাকাসহ অত্যধিক মোকদ্দমাসম্পন্ন জজশীপে স্থানান্তর করিয়া বকেয়া মোকদ্দমার বিচার নিস্পন্ন করণের জরুরী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে । প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে এইরুপ অস্হায়ী স্হানান্তরের জন্য বাড়তি ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না ।

৮। আইনগত অপ্রতুলতা নিরসনের জন্য করণীয় ঃ-

(১) আমাদের পদ্ধতিগত আইনে মোকদ্দমার পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতির সংস্থান থাকিলেও ঐ পর্যায়ক্রমিকতা প্রতিপালনের কোন বাধ্যবাধকতা যেমন নাই, তেমনই কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ের জন্য নাই কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমার বাধ্যবাধকতা। দীর্ঘ সময় পরে চূড়ান্ত শুনানি পর্যায়ে উপনীত একটি মোকদ্দমাকে যে কোন পক্ষ অতি সহজেই এমনকি পর্যাপ্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই পুনরায় প্রাথমিক পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে পারেন। বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হইলে মোকদ্দমার পর্যায়ক্রমিকতা রক্ষা করার এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারনের সংস্থান রাখিয়া আমাদের পদ্ধতিগত আইনের উপযুক্ত সংশোধন জরুরী ভিত্তিতে করিতে হইবে।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমায় সমনজারীর ক্ষেত্রে অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হয়। দেওয়ানী মোকদ্দমার সমনজারীর ক্ষেত্রে আদালত যোগে ও রেজিঃকৃত ডাকযোগে সমনজারীর বর্তমান ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিয়া ,বাদীর সম্মতির ভিত্তিতে, অর্থঋণ আদালত আইনের ন্যায় সংবাদপত্রে সমন প্রকাশের মাধ্যমে এবং যদি বাদী নিজ দায়িত্বে বিবাদীর প্রতি সমনজারীর কার্য সমাধ্য করিতে আগ্রহী হয় তাহা হইলে বাদীর মাধ্যমে সমনজারীর ব্যবস্হা কার্যকর করিতে হইবে এবং এজন্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার যে কোন পর্যায়ে ও একাধিকবার আরজি সংশোধন, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত সহ বিভিন্ন interlocutory দরখাস্ত দাখিল করার অবাধ সুযোগ মোকদ্দমার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে। বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি না হইলে মোকদ্দমার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্তের পর ঐসকল সুযোগ রহিত করা আবশ্যক। বিশেষ ক্ষেত্রে নিকটতম উচ্চতর আদালতের পুর্বানুমতি গ্রহণের সংস্থান রাখিয়া দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে।

(৪) মোকদ্দমার প্রত্যেকটি পর্যায়ে পক্ষদ্বয়ের তদবীর গ্রহনের ও আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদানের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য্য করিয়া এবং সময়সীমা লংঘণের পরিণতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী কার্য্যকর করিতে হইবে।

(৫) মোকদ্দমায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হইলে বিরতিহীনভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিবার বাধ্যতামূলক বিধানের সংস্থান রাখিতে হইবে। বিশেষ কারণে সময় প্রদানের প্রয়োজন হইলে কোনক্রমেই ১৫ দিনের বেশি সময় প্রদান করা যাইবে না এবং কোন একক পক্ষের দৃষ্টান্তে মোট দুইবারের বেশি সময় প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আদালতের থাকিবে না। সাক্ষ্য

গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে যুক্তিতর্ক শুনানি সমাপ্ত করিতে হইবে এবং তৎপরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রকাশ্য আদালতে রায় প্রদান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

(৬) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত ও বিচারের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা সংক্রান্ত বিলুপ্ত ৩৩৯ সি ধারা যুক্তিসঙ্গত সংশোধনীসহ পুনর্বহাল করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য ও বিচারকার্য্য সমাধা করিবার বিধান প্রবর্তনের পাশাপাশি কোন ব্যক্তির ব্যর্থতার কারণে বিধি পালিত হইল না উহা নির্ধারণ করিয়া শৃংখলামুলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান রাখিয়া এবং অবশেষে বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিচার নিস্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে মোকদ্দমা খারিজের সংস্হান রাখিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে।

৯। কার্য্যকর তদারকীর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাঃ-

(১) আমাদের নিম্ন আদালতের উপর কার্য্যকর তদারকী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা ও সততাকে প্রতিনিয়ত নিম্নগামী করিতেছে। সহকারী জজ ও সাবজজগনের ক্ষেত্রে জেলাজজ তদারকী কর্তৃপক্ষ হইলেও বিচারিক কাজের ব্যস্ততা এবং অন্য নানাবিধ কারণে জেলাজজগণ একদিকে যেমন তদারকীর কার্য্য দক্ষতা ও কঠোরতার সংগে পালন করিতে সমর্থ হইতেছেন না,তেমনি অন্যদিকে জেলাজজগনের মূল্যায়ন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট কার্য্যকরভাবে গ্রহনযোগ্য হইতেছে না। অতিরিক্ত জেলাজজগনের উপর জেলাজজগনের কোন কার্য্যকর তদারকী ক্ষমতা নাই। অধঃস্তন আদালত সমুহের সার্বিক তদারকী বিচার মন্ত্রণালয় ও হাইকোর্টের উপর যুক্তভাবে ন্যস্ত হওয়ায় সমন্বয় ও সহমতের অভাবে কার্য্যকর তদারকী ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে না। ফলে অধঃস্তন বিচার ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, সততা ও সুনাম মারাত্মকভাবে হ্রাস পাইতেছে । পতনের এই গতি অবিলম্বে কার্যকরভাবে রোধ করিতে ব্যর্থ হইলে আমাদের অধঃস্তন বিচার ব্যবস্থা সর্বপ্রকার উপযোগিতা হারাইবে। কতিপয় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অবিচার সুলভ কর্মকান্ডের কারণে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা হেয় প্রতিপন্ন হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের না আছে কোন উপযুক্ত আইনী সংস্থান না আছে কোন উপযুক্ত তদারকী সংস্থা । অবিলম্বে এরকম অবস্থার অবসান হওয়া আবশ্যক ।

(২) অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের শৃংখলা বিধানের জন্য বর্তমানের কার্য্যকর সরকারী কর্মকর্তা শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ অত্যন্ত অপ্রতুল প্রমানিত হইয়াছে। বিচার বিভাগ প্রশাসন হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের একজন জ্যৈষ্ঠ্য মাননীয় বিচারপতির নেতৃত্বে ও বিচার মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদারকী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। কমিশন প্রতিটি অনিয়মের অভিযোগ পুংখানুপুংখরূপে তদন্ত করিয়া অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবেন মাননীয় প্রধান বিচারপতির অনুমোদন সাপেক্ষে তাহাই চুড়ান্ত হইবে। এইরুপ বিধান সম্বলিত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৩) অধঃস্তন বিচারকদের উপর তদারকী ক্ষমতা কার্য্যকরভাবে প্রয়োগের সুযোগ সংস্থানের জন্য জেলাজজগনের বিচারিক কাজের পরিমান কমাইয়া প্রশাসনিক ও তদারকীর ক্ষেত্রে অধিক সময় প্রদানের প্রশাসনিক নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে। জেলাজজগন কর্তৃক প্রতিনিয়ত অধঃস্তন আদালত পরিদর্শন ও অধঃস্তন জজগনের বিচারিক কাজের গুনগত মান ও পরিমান বিষয়ে স্বীয় মতামত নিয়মিত পূর্বোক্ত কমিশন বরাবর প্রেরণের ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। জেলা জজগনের কর্মমূল্যায়নের ক্ষেত্রে পুবোক্ত তদারকী ও প্রশাসনিক দক্ষতাকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদানের সংস্হান রাখিতে হইবে, যাহাতে পুর্বোক্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও কঠোরতার সংগে পালণে জেলাজজগণ উৎসাহিত হন।

১০। প্রত্যেক বিচারককে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বাসস্থান হইতে আদালত ও আদালত হইতে বাসস্থানে পরিবহনের সুবিধা নিশ্চিত করিতে হইবে।

১১। আদালতে উপযুক্ত লোকবল ও আদালতের পরিবেশ নিশ্চিত করণঃ-

(১) প্রত্যেক অধঃস্তন বিচারককে সাক্ষ্যগ্রহণ ও লিপিবদ্ধকরণ, আদেশপত্র লিখন, রায় বা আদেশ লিখনের কার্য্য করিতে হয়। বিচারককে উক্ত সমুদয় কার্য্য নিজ হাতে করিতে হইলে কাজের পরিমান অবশ্যই প্রত্যাশিত মাত্রায় হইবে না। এইজন্য শ্রেণীভেদ নির্বিশেষে প্রত্যেক বিচারকের জন্য একজন ষ্টেনোগ্রাফার এর নিযুক্তি প্রদান করিতে হইবে। দুঃখজনক সত্য যে, এমনকি সকল সাবজজের জন্যও বর্তমানে ষ্টেনোগ্রাফারের সংস্থান নাই। একইভাবে আদালতের নেজারত, নকলখানা ও প্রশাসনিক শাখার সকল শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে এবং ঐ সকল কার্য্যে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। এ ধরনের আধুনিকায়ন বিচারের গতি ত্বরান্বিত করিতে প্রভূত সহায়তা করিবে।

(২) আদালত এলাকায় বিচারিক পরিবেশ বজায় রাখিবার জন্য কেবলমাত্র আইনজীবী, প্রত্যেক আইনজীবীর একজন সহকারী ও মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাঁহার একজন প্রতিনিধি ও স্বীকৃত মিডিয়া প্রতিনিধি ব্যতীত সর্বসাধারণের অবাধ চলাফেরা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

১৫। প্রস্তাবিত সুপারিশ মালার সারসংক্ষেপঃ

(১) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রাজজ আদালত পর্যন্ত বিশেষায়িত আদালত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাথমিকভাবে সাবজজ ও অতিরিক্ত জেলাজজ আদালত পর্যায়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতঃ পৃথক পৃথক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ব্যবস্হা চালু করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী কেবলমাত্র সহকারী সেশন জজ ও অতিরিক্ত সেশনজজ আদালত এবং সাবজজ ও অতিরিক্ত জেলাজজ আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্হায় বিভাজন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবলমাত্র জেলাজজ পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ক্ষমতা একীভূতকরণের ব্যবস্হা, যাহা বর্তমানে বহাল আছে, অক্ষুন্ন থাকিবে ।

(২) মোকদ্দমার সংখ্যার ভিত্তিতে আদালতের সংখ্যা নির্ধারন করিতে হইবে। কোন আদালতে যেন বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা এক হাজারের অধিক না হয় তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য নগণ্য সংখ্যক মোকদ্দমার এলাকার জজশীপ হইতে একটি সাবজজ এবং সম্ভব হইলে অতিরিক্ত জেলাজজ আদালত বেশী মোকদ্দমার এলাকার জজশীপে স্তুপীকৃত বকেয়া মোকদ্দমা নিস্পন্ন করার পর পুনরায় ঐসব আদালত পুর্বস্হানে স্হানান্তরিত হইবে । সাময়িকভাবে স্থানান্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) পদ্ধতিগত আইনে মোকদ্দামার পর্যায়ক্রমিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতার সংস্থান রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করিয়া উহা তামিলের বাধ্যবাধকতা এবং ব্যর্থতার পরিণতি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখপূর্বক পদ্ধতিগত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে।

(৪) দেওয়ানী মোকদ্দমার সমনজারীর ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্হা অক্ষুন্ন রাখিয়া ,বাদীর সম্মতির ভিত্তিতে ,অর্থঋণ আদালত আইনের ন্যায়, সংবাদপত্রে সমন প্রকাশের মাধ্যমে সমনজারীর এবং বাদী নিজ দায়িত্বে বিবাদীর প্রতি সমনজারী করিতে আগ্রহী হইলে, উক্তরূপে সমনজারীর সংস্হান রাখিয়া দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের সংশোধন কার্যকর করিতে হইবে।

(৫) বিশেষ অবস্হার সৃষ্টি না হইলে মোকদ্দমার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্তের পর আরজি সংশোধনসহ ইন্টারলোকেটরী দরখাস্ত দাখিলের অবাধ সুযোগ রহিত করিয়া দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের সংশোধন কার্যকর করিতে হইবে।

(৬) মোকদ্দমার প্রত্যেকটি পর্যায়ে পক্ষদ্বয়ের তদবীর গ্রহনের ও আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদানের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য্য করিয়া এবং সময়সীমা লঙ্ঘনের পরিণতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী কার্য্যকর করিতে হইবে।

(৭) সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হইলে বিরতিহীনভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করিবার বাধ্যতামূলক বিধানের সংস্থান রাখিতে হইবে। বিশেষ কারণে সময় প্রদানের প্রয়োজন হইলে কোনক্রমেই ১৫ দিনের বেশি সময় প্রদান করা যাইবে না এবং কোন একক পক্ষের দৃষ্টান্তে মোট দুইবারের বেশি সময় প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট আদালতের থাকিবে না। এইমর্মে পদ্ধতিগত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী কার্যকর করিতে হইবে ।

(৮) সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিলের সংস্থান রাখিতে হইবে এবং আদালত প্রয়োজন বিবেচনা না করিলে মৌখিক যুক্তিতর্ক শুনানীর সুযোগ থাকিবে না। যুক্তিতর্ক দাখিলের ১৫ দিনের মধ্যে প্রকাশ্য আদালতে রায় দান বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। উক্তরূপে পদ্ধতিগত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী কার্য্যকর করিতে হইবে ।

(৯) ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত ও বিচারের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা সংক্রান্ত ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৩৩৯সি এর বিলুপ্ত ধারাসমূহ যুক্তিসঙ্গত সংশোধনীসহ পুনর্বহাল করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য ও বিচারকার্য সমাধা করিবার বিধান প্রবর্তনের পাশাপাশি কোন ব্যক্তির ব্যর্থতার কারণে বিধি পালিত হইল না উহা নির্ধারণ করিয়া শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান রাখিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে। বিচারকার্য্য নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে আসামীকে খালাস দেওয়ার পরিবর্তে জামিন প্রদান করিয়া নিকটতম উর্দ্ধতন আদালত হইতে কেবলমাত্র যৌক্তিক ক্ষেত্রে সময় বর্ধিত করণের ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারে এবং বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার নিস্পন্ন সম্ভব না হইলে মোকদ্দমা খারিজ করিবার সংস্হান রাখিতে হইবে।

(১০) অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃংখলা বিধানের জন্য বর্তমানের কার্য্যকর সরকারী কর্মকর্তা শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ অত্যন্ত অপ্রতুল প্রমানিত হইয়াছে। সেকারণে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইতেছে।

(১১) অধস্তন আদালতের বিচারকদের উপর তদারকী ক্ষমতা কার্য্যকরভাবে প্রয়োগের সুযোগ সংস্থানের জন্য জেলাজজগনের বিচারিক কাজের পরিমান কমাইয়া প্রশাসনিক ও তদারকীর ক্ষেত্রে অধিক সময় প্রদানের প্রশাসনিক নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে। জেলাজজগন কর্তৃক প্রতিনিয়ত অধস্তন আদালত পরিদর্শন ও অধস্তন জজগনের বিচারিক কাজের তদারকী নিষ্ঠা ও গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির জন্য জেলাজজগণের এতদ্‌সংক্রান্ত কার্য গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়নের সংস্থান রাখিতে হইবে।

(১২) প্রত্যেক বিচারককে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বাসস্থান হইতে আদালত ও আদালত হইতে বাসস্থানে পরিবহনের সুবিধা নিশ্চিত করিতে হইবে।

ীভেদ নির্বিশেষে প্রত্যেক বিচারকের জন্য একজন ষ্টেনোগ্রাফার এর নিযুক্তি প্রদান করিতে হইবে।

ালতের নেজারত, নকলখানা ও প্রশাসনিক শাখার সকল শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে এবং ঐ সকল াধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। এ ধরনের আধুনিকায়ন বিচারের গতি রিতে প্রভূত সহায়তা করিবে।

ালত এলাকায় বিচারিক পরিবেশ বজায় রাখিবার জন্য কেবলমাত্র আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারী ও ংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাঁহার একজন প্রতিনিধি ও স্বীকৃত মিডিয়া প্রতিনিধি ব্যতীত সর্বসাধারণের অবাধ চলাফেরা ত হইবে।
নৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে প্রকৃত যোগ্য কৌসুলীদের মধ্য হইতে জি,পি ও পি,পি নিয়োগ প্রদান র্থে তাহাদেরকে সরকারী কর্মবিভাগের ক্যাডারভূক্ত করিতে হইবে।

পি ও পি,পিদের প্রয়োজনীয় লোকবল সরবরাহ করণ এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ াঙ্গে কাজের সমন্বয় বিধানের জন্য সুস্পষ্ট বিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

, পি ও পি, পিগণের কাজের মূল্যায়ন, তদারকী ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরতঃ দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য রেলের নেতৃত্বে বিচার মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় তদারকী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে

কটি স্থায়ী, পেশাদার ও দক্ষ অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। ঐ সংস্থার একমাত্র কাজ হইবে ন্ত করা। এইলক্ষ্যে কার্য্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

কটি স্থায়ী তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ বিভাগের অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ঐ কার্য্যের জন্য আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদেরকে অন্য কোন প্রকার কার্যে নিযুক্ত না করা তে হ[illegible]। এইজন্য পুলিশের সংখ্যা প্রয়োজনমত বৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

পরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্তি নিশ্চিতকরণের সংস্থান রাখিতে ন্তকার্য্যের শৈথিল্যের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার এবং কৃতিত্বপূর্ণ তদন্তকার্য্যের জন্য পুরস্কারের সংস্থান রাখিতে উহার কার্যকারিতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

থমিকভাবে প্রত্যেকটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে অপরাধ কর্মের আলামত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির রাসায়নিক পরীক্ষা হের ভিসেরা পরীক্ষার সর্বাধুনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহ সমাপনের ও ন্তে প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষাকার্য সমাপনে ব্যর্থ িরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট বিধান করিতে হইবে।

ত্যেক থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফৌজদারী অপরাধ সংশ্লিষ্ট ভিক্‌টিমের মেডিক্যাল পরীক্ষার আধুনিক ব্যবস্থার সংস্থান বে।
উল্লেখ্য যে, অত্র প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের ধারাবাহিকতায় কমিশন পরবর্তিতে সময়ে সময়ে কতিপয় ম্পর্কে নমুনা বিল /আদেশ/ পরিপত্র সরকারের নিকট পেশ করিতে পারে।

(বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন)
চেয়ারম্যান।

(বিচারপতি আমিন উর রহমান খান)
সদস্য।

(বিচারপতি নইম উদ্দিন আহমেদ)
সদস্য।